ইচ্ছেডানা

১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের জন্মদিন, বিশ্ব যুব দিবস

স্বামীজির রঙ্গ রসিকতা

জাত যায় কি না!

স্বামী বিবেকানন্দের বাবা বৈঠকখানায় একাধিক হুঁকো রাখতেন যেন খেতে গিয়ে কারো জাত খোয়া না যায়। একদিন স্বামী বিবেকানন্দ সব হুঁকোয় একবার করে টান দিয়ে দেখলেন। ক্ষেপে গেলেন তার বাবা। এটা কী করলে? বিবেকানন্দ ওরফে নরেন ঠান্ডা গলায় বললে, পরীক্ষা করে দেখলাম জাত যায় কি না!

গো-মাতা

গোরক্ষিনী সভার সভাপতি গিরিধারী লালের সঙ্গে একবার বিবেকানন্দের দেখা হলে, কৌতূহলী হয়ে তিনি জানতে চাইলেন, আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কী?

আমরা দুর্বল, রুগ্ন, জরাগ্রস্ত গো-মাতাদের পালন করি। তাছাড়া কসাইদের হাত থেকে তাদের রক্ষারও ব্যবস্থা করি।

উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু মধ্যভারতে শুনেছি প্রায় নয় লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেছে। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে আপনারা কত টাকা সাহায্য করেছেন?

দুর্ভিক্ষে আমরা সাহায্য করি না। গো-মাতাদের রক্ষাই আমাদের কাজ।

আর মানুষ অনাহারে মরে গেলে তার মুখে অন্ন তুলে দেওয়া বুঝি আপনাদের ধর্ম নয়?

মানুষ মরছে নিজের পাপে... নিজের...।

আর গো-মাতারা? তারা যে কসাইয়ের হাতে পড়ে, সেও তো তাদের কর্মফল। তবে আর তাদের সাহায্য করার কী দরকার?

আপনার কথায় যুক্তি আছে বটে। শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।

গাভী যে আপনাদের মাতা তা বেশ বুঝতে পারছি। তা না হলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কেন? বিবেকানন্দ ধমকে উঠলেন।

জাদু জানি

তাঁর বয়স তখন দশ কি বারো। গঙ্গায় ব্রিটিশদের রণতরী সিরাপিস্ নোঙর ফেলেছে। তা দেখার জন্য বিবেকানন্দ রওনা দিলেন। এর জন্য অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কী আর করা বড়ো সাহেবের কাছে আবেদনপত্র নিয়ে যাবার সময় বয়স কম হবার কারণে দারোয়ান তাকে আটকে দিল। কিছুতেই সে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। বিবেকানন্দও নাছোড়বান্দা। ধরা পড়লে কপালে দুর্ভোগ আছে জেনেও পিছনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সোজা বড়ো সাহেবের রুমে ঢুকে গেলেন। অনুমতিপত্রে সাক্ষর করে নামার সময় সেই দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল, তুমি উপরে গেলে কেমন করে?

উত্তরে বিবেকানন্দ বুক ফুলিয়ে বললেন, আমি জাদু জানি।

ভালো লাগে তাই

রাজপুতানা ভ্রমণকালে আলোয়ারের রাজার সঙ্গে স্বামীজির সাক্ষাত হয়। প্রথম আলাপেই রাজা জানতে চাইলেন, স্বামীজি শুনেছি আপনি খুব বিদ্বান। আপনি তো ভালো রোজগার করতে পারেন। তা না করে ভিক্ষা করে বেড়ান কেন? স্বামীজি বললেন, মহারাজ আপনি রাজকার্য অবহেলা করে সবসময় সাহেবের সঙ্গ আর শিকার করে বেড়ান কেন?

এমন দুঃসাহস দেখে উপস্থিত সভাসদ চমকে উঠলেন। মহারাজ কিন্তু চিন্তা করে উত্তর দিলেন, কেন তা বলতে পারি না। তবে করতে ভালো লাগে বলেই যে করি তাতে সন্দেহ নেই।

ঠিকই বলেছেন। আমিও ভালো লাগে বলেই ফকিরের মতো ঘুরে বেড়াই। স্বামীজি উত্তর দিলেন।

আহাম্মক

একবার দুজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বামীজি ট্রেনের একই কামরায় রাজপুতানায় যাচ্ছেন। স্বামীজিকে বিদ্যাবুদ্ধিহীন সাধু ভেবে তারা নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। স্বামীজি সব বুঝেও উচ্চবাচ্য করলেন না। পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে স্বামীজি স্টেশন মাস্টারের কাছে এক গ্লাস জলের ব্যবস্থা করতে বললেন। ইংরেজিতেই বললেন। সাধুর মুখে ইংরেজি শুনে তারা তো থ! কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে স্বামীজিকে প্রশ্ন করল তারা, তুমি তো দেখছি আমাদের সব কথাই বুঝেছ। কিন্তু প্রতিবাদ করলে না কেন?

প্রয়োজন বোধ করিনি। আহাম্মক আগেও দেখেছি, এই প্রথম নয়, স্বামীজি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন।

বুদ্ধির খেলা

প্র. বিশুখুড়ো পটলদের স্কুলের স্পোর্টস দেখতে গিয়েছিলেন। পটলের হাইজাম্প দেবার কায়দা দেখে খুশি হয়ে উনি তাকে বললেন, এইখানেই তুই পাঁচফুট লাফ মারিস, তাহলে ওখানে গেলে তো তুই পনেরো ফিট হাইজাম্প দিয়ে সকলকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবি। বিশুখুড়ো কোন জায়গার কথা বলছেন তোমরা বলতে পারো? যেখানে গেলে পটল পনেরো ফিট হাইজাম্প দিতে পারবে?

উ. চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর চাইতে অনেক কম। তাই ওখানে পনেরো ফিট হাইজাম্প দেওয়া পটলের পক্ষে কঠিন নয়।

প্র. টিংকু যখন বরফ নিয়ে খেলা করছিল তখন বাবুন এসে ওকে বলল পদার্থের কত রকমের অবস্থা আছে বলতে পারিস? প্রশ্নটা এতই সহজ যে চোখ বুজে উত্তর দিল কঠিন, তরল আর গ্যাসীয়। বাবুন মাথা নেড়ে বলল, না হল না। পদার্থের আরও একটা অবস্থা আছে। মাথা খাটিয়ে চেষ্টা কর দেখি, নইলে বুঝব তুই অপদার্থ।

উ. পদার্থের তিন অবস্থা ছাড়াও আরও এক রকমের অবস্থা আছে। সেটা প্লাজমা। পদার্থের আয়নিত গ্যাসের অবস্থাকেই চতুর্থ অবস্থা বলা হয়। বড়ো হয়ে তোমরা এ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানবে।

মজারু ক্যাঙারু, এক লাফে ২৫ ফুট!

ক্যাঙারু। জন্মাবার ঠিক পরেই তার বাচ্চাকে দেখলে মনে হবে সেটা ক্যাঙারুর বাচ্চা না আর কিছু। তখন সেটা মাত্র ইঞ্চিখানেক লম্বা থাকে। এটিকে তখন একটা লাল পোকার মতো দেখায়। ক্যাঙারু-মা তার বাচ্চাকে যথেষ্ট নিরাপদে রাখে, লালনপালন করে। তার শরীরের সামনের দিকে একটা থলে আছে। যখন বাচ্চা হয়, তখন ওই বাচ্চা তার মায়ের থলের মধ্যে ঢুকে যায়। যতদিন থলের মধ্যে থাকে, ততদিন মায়ের দুধ খায়।

ক্যাঙারু মাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে। এ সময় পেছনের পা আর লেজ ব্যবহার করে। এক লাফে সে ২৫ ফুট পর্যন্ত যেতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকার সময় ক্যাঙারু পিছনের পা ও লেজ দিয়ে বসবার একটা তে-পায়ার মতো করে নেয়। বড়ো ক্যাঙারু পাঁচ ফুট উঁচু হয়। এদের সামনের পাগুলো ছোটো ছোটো।

ক্যাঙারু দিনের বেলায় বিশ্রাম করে। সন্ধ্যা হলে সে খাবারের খোঁজে বের হয়। এরা ঘাস ও অন্যান্য চারাগাছ খায়। আমাদের দেশে চিড়িয়াখানা ছাড়া কোথাও ক্যাঙারু দেখা যায় না।

আঁকিবুকি

১. সৌরীশ ভৌমিক, ষষ্ঠ শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, **২. কুণাল সরকার,** চতুর্থ শ্রেণি, নিগম নগর শিশুতীর্থ, **৩. অরিজিৎ সরকার,** অষ্টম শ্রেণি, দিনহাটা হাইস্কুল, **৪. সুরভী সরকার,** সপ্তম শ্রেণি, সুনিতীবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়